দেবদেউল

টেরাকোটায় দশমহাবিদ্যা

দেবাশিস নন্দী

বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে মূলত রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্রায়ণ দেখা যায়। এঁদের মধ্যে দশমহাবিদ্যা অন্যতম। হিন্দু ধর্মসাধনার প্রধান তিনটি ধারা—শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। বাংলায় শাক্ত মন্দিরের প্রাচুর্য নেই কিন্তু বহু শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগাত্রে শাক্ত দেবদেবীর টেরাকোটা ফলক দেখা যায়।

দশমহাবিদ্যা হলেন : কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুরভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। এঁদের ফলকের সংখ্যা খুবই কম। একটিমাত্র মন্দিরে—পশ্চিম বর্ধমানের বনকাটি গ্রামের পঞ্চরত্ন গোপাল মন্দিরে ভিত্তিভূমি সংলগ্ন প্যানেলে দশজন মহাবিদ্যার ফলকই রয়েছে। সম্প্রদায়গত ও আঞ্চলিক বিশ্বাসজনিত কারণে শিল্পীদের ধ্যানধারণার পার্থক্যের ফলে এই দেবীদের অলংকরণেও নানান পার্থক্য দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি পার্থক্য হাতের সংখ্যা ও আয়ুধের তারতম্যে। উল্লেখ্য, দেবীদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছেন কালী, তারা, ষোড়শী ও ছিন্নমস্তা।

বাংলার প্রাচীনতম মন্দিরটি ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বীরভূম জেলার ঘুড়িষা গ্রামের রঘুনাথ মন্দির। এখানে অভয়দানরত, কাটামুণ্ড ও অসি হাতে, মুণ্ডমালিনী কালীর সুন্দর ভাস্কর্য উৎকীর্ণ আছে। এই গ্রামেরই লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে দেবী মুণ্ডমালা বিভূষিতা, চতুর্ভুজা; হাতে খড়্গ ও নৃমুণ্ড। শিবের উপর দণ্ডায়মানা ডাকিনী ও যোগিনী। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে আছেন টেরাকোটার দক্ষিণাকালী বা শ্যামাকালী। এখানেই জোড়বাংলা মন্দিরের সম্মুখভাগে রক্তলোলুপা কালীর ভয়ংকরী রণোন্মাদিনী টেরাকোটা মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। নদিয়ার দিগনগরে রাঘবেশ্বর মন্দির, হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় অনন্ত বাসুদেব মন্দির, মুর্শিদাবাদের বড়নগরে চারবাংলা ও গঙ্গেশ্বর জোড়বাংলা মন্দিরেও কালীর ফলক দেখা যায়। আঠারো শতকে টেরাকোটা শিল্পীর দক্ষতা বা আধুনিক শৈলীর প্রতি ঝোঁক ফলকচিত্রে অশাস্ত্রীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে পূর্বমুখী আটচালা রাধাগোবিন্দ মন্দিরে এরকমই একটি ফলকে কালীর রণোন্মত্ত ভঙ্গিমা। তাঁর হাত মুণ্ডহীন ও বরাভয় মুদ্রা-বর্জিত। সবচেয়ে লক্ষণীয়, তাঁর পদতলে শব বা শিব কিছুই নেই। তিনি দুহাতে একটি বর্শা ধারণ করে আছেন। আধুনিকতার ছোঁয়া

লেগেছে বীরভূম জেলার উচকরণ গ্রামেও। এখানে কালী সুন্দর নকশাদার শাড়ি পরিহিতা, সালংকারা।

দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারা। স্বরূপত কালী ও তারা অভিন্ন। তন্ত্রশাস্ত্রে তারা দেবীর মাহাত্ম্য ও রূপ নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। নীলতন্ত্র অনুসারে এই মুণ্ডমালাধারিণী ভয়ংকরী দেবী খর্বাকৃতি, লম্বোদরী, ভীমা; তাঁর বাম পা অগ্রবর্তী, কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত। সাধারণত তারা এবং কালীর মূর্তি পাশাপাশি দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরের অভ্যন্তরে পরিক্রমণপথে, পশ্চিম বর্ধমানের বনকাটি গ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দিরে ও মুর্শিদাবাদে রানি ভবানীর প্রতিষ্ঠিত চারবাংলা মন্দিরে তারার সুন্দর মূর্তিফলক আছে।

দেবী ষোড়শী ত্রিনয়না, অরুণবর্ণা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা। হাতে পাশ, অঙ্কুশ, তীরধনুক। সহাস্য দেবী শিবের নাভিকমলে উপবিষ্টা। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে :

''রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ॥''

এই রূপের সঙ্গে বহুবিধ সামঞ্জস্য দেখতে পাই ঘুড়িষার লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের টেরাকোটা ফলকে। বনকাটি ছাড়া হুগলির ডিহিবায়রায় আটচালা ধর্মরাজের মন্দির, বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ঘোষাল পরিবারের চারচালা মন্দির এবং বর্ধমানের আউসগ্রামের শিবমন্দিরেও দেবী ষোড়শীর টেরাকোটার ফলক দেখা যায়। কিন্তু এই ফলকগুলিতে কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সদাশিব দেবীর আসন ধারণ করে আছেন, রুদ্র ও ঈশ্বর অনুপস্থিত।

দেবী ভুবনেশ্বরী ত্রিনয়না, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, সিংহাসনে উপবিষ্টা, অঙ্কুশধারিণী, বরাভয়দায়িনী।

ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় দেবী ভুবনেশ্বরী—

''রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥''

টেরাকোটা চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে আমরা এই দেবীর দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ এবং কোথাও বা ষড়ভুজ রূপও দেখতে পাই। দেবী ভুবনেশ্বরীর বহুবিধ রূপ দেখা যায় বনকাটি গ্রামের গোপাল মন্দিরে। তাছাড়া বীরভূমের ইলামবাজারের রামেশ্বর শিবমন্দিরে এবং হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় অনন্ত বাসুদেব মন্দিরেও দেবীর টেরাকোটা ফলক দেখা যায়।

ত্রিপুরভৈরবী ত্রিনয়না, মুক্তকেশী ও চতুর্ভুজা; পদ্মের উপর উপবিষ্টা, মুণ্ডমালিনী, তাঁর দুহাতে জপমালা ও পুঁথি, অপর দুহাতে বরাভয়। মন্দির টেরাকোটায় ভৈরবীর ফলক খুবই কম। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসরণ করে হয়তো শিল্পীরা সর্বদা ফলক চিত্রণ যথাযথ করেননি, তবে বস্ত্র, আয়ুধ এবং রূপ দেখে দেবীদের চিহ্নিত করা যায়। শুধুমাত্র পূর্বোক্ত বনকাটি মন্দিরেই দেবী ভৈরবীর ফলক রয়েছে।

ধূমাবতী অতি কৃশা, বৃদ্ধা, কুরূপা, বৈধব্যের সাজে মলিন শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা, দ্বিভুজা—এক হাতে কুলো, অপর হাত কম্পমান। দৃষ্টি এবং দেহভঙ্গি কুটিল। দেবী কাকধ্বজ রথারূঢ়া। কেবলমাত্র বনকাটি গ্রামেই দেবী অন্যান্য মহাবিদ্যার সঙ্গে অধিষ্ঠিতা।

দশমহাবিদ্যার সর্বাপেক্ষা ভয়ংকরী মূর্তি ছিন্নমস্তা। দেবী স্বয়ং নিজ মুণ্ড ছিন্ন করে সখী সহ নিজ রুধির পান করছেন। দেবী রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, দ্বিভুজা। দেবীর কণ্ঠ হতে তিনটি রুধিরধারা উঠছে। মধ্য ধারাটি দেবী নিজের বিচ্ছিন্ন মুখ দিয়ে পান করছেন; অপর দুই ধারা পান করছেন ডাকিনী ও বর্ণিনী নামে দুই সহচরী। তাঁরাও বিবসনা মুক্তকেশী, হাতে একটি করে খর্পর ও খড়্গ। ছিন্নমস্তার এই মূর্তিটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় হওয়ার কারণে এই মূর্তিফলক প্রচুর দেখা যায়।

কালী

বগলা

তারা

মাতঙ্গী

ষোড়শী

ভুবনেশ্বরী

কমলা

ছিন্নমস্তা

বনকাটি গ্রামের পঞ্চরত্ন গোপাল মন্দিরে দশমহাবিদ্যার ফলক

ঘুড়িষার রঘুনাথ মন্দিরে, বনকাটি গ্রামের পঞ্চরত্ন গোপাল মন্দিরে, বিষ্ণুপুরে পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরে এবং বীরভূমের ইলামবাজারে রামেশ্বর মন্দিরে দেবী ছিন্নমস্তার ফলক দেখতে পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডের মনুটি গ্রামেও শিবমন্দিরের গায়ে ফুলপাথরের অতি সুন্দর ছিন্নমস্তামূর্তি বিরাজিত।

রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা দেবী বগলামুখী ত্রিনয়না, গৌরাঙ্গী, পীতবসনা, দ্বিভুজা, মুক্তকেশী। দেবী বাম হাত দিয়ে একটি অসুরের জিহ্বা টেনে ধরেছেন এবং ডান হাতে মুদ্গর দিয়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যতা। এই রূপের চিত্রায়ণ টেরাকোটা শিল্পে যথাযথ হয়েছে। বনকাটির মন্দির ছাড়াও বর্ধমান জেলার আউসগ্রামের শিবমন্দিরে এবং বীরভূম জেলার ইটন্ডা গ্রামের জোড়বাংলা মন্দিরে এই দেবীর ভারি সুন্দর অলংকৃত ফলক দেখা যায়।

দেবী মাতঙ্গী ত্রিনয়না, হাস্যময়ী। তাঁর মস্তকে অর্ধচন্দ্র। চতুর্ভুজা দেবীর চার হাত চার বেদের প্রতীক। তিনি অঙ্কুশ, অসি, পাশ ও খেটক (ঢাল) ধারণ করে আছেন। তন্ত্রে দেবী মাতঙ্গী ও দেবী সরস্বতীকে অভিন্ন বলা হয়েছে। বনকাটি ছাড়াও আউসগ্রামের শিবমন্দিরে দেবী মাতঙ্গীর ফলক রয়েছে। দেবীর তান্ত্রিক সরস্বতী রূপের ফলকটি দেখা যায় ঘুড়িষার রঘুনাথ মন্দিরে।

দেবী কমলা স্বর্ণবর্ণা, পদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা। ইনি কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, আবার কখনও ষড়ভুজা। দেবীর হাতে পদ্ম ও বরাভয়। দেবীকে চারদিক থেকে চারটি হাতি শুঁড়ে অমৃতপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ ধরে অভিষেক করছে। ইনি তান্ত্রিক দেবী—লক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী ও শ্রীদেবী নামেও অভিহিতা হন।

বনকাটির পঞ্চরত্ন মন্দিরে দেবী কমলা দুটি হস্তীর উপর অধিষ্ঠিতা, চতুর্ভুজা। কমলার সবচেয়ে সুন্দর টেরাকোটা ফলকটি রয়েছে মুর্শিদাবাদের বড়নগরে চারবাংলা মন্দিরে। এখানে দেবী দ্বিভুজা। চারটি হাতি পূর্ণকলসে দেবীর উপর অমৃতবর্ষণ করছে, দেবী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা। এটি শিল্পীর একটি অনন্যসুন্দর কীর্তি। বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরে দেবী কমলা একটি বিশাল পদ্মের উপর আসীন।

দশমহাবিদ্যার টেরাকোটা চিত্রায়ণ বিরল। বাংলার কুশলী শিল্পীরা নিজস্ব চিন্তাধারা ও কৌশলে যেটুকু দশমহাবিদ্যার ফলক রূপায়িত করেছেন তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে চিরঋণী।

সহায়ক গ্রন্থ

১। মহেশচন্দ্র পাল, *দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব*, গিরিজা লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০২১

২। প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, *শ্রীশ্রীমা ও দশমহাবিদ্যা*, শ্রীসারদা মঠ, কলকাতা, ২০১৪